কলিকাতা হাইকোর্ট

মাননীয় বিচারপতি **বিবেক চৌধুরী**

সৌম্য দাশগুপ্ত
বনাম
মোনালিসা দাশগুপ্ত (ধর)

সিআরআর-- 3359 অফ 2022, 26/04/2023 তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

ফৌজদারি কার্যবিধি (2 of 1974), এস 125 -খোরপোশ - মঞ্জুর -স্বামী বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খোরপোষের পরিমাণকে চ্যালেঞ্জ করে - পক্ষগুলির সংশ্লিষ্ট মামলাগুলি বিবেচনা না করে স্বামী বিচারিক আদালত অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষের জন্য স্ত্রীকে 30, 000/- টাকা এবং কন্যাকে 20,000/- টাকা মঞ্জুর করেছে।-শুনানির আগে স্বামী বিচারিক আদালত সম্পত্তি ও দায়বদ্ধতার হলফনামা বিবেচনা করেনি-বিচার আদালতকে সংক্ষিপ্তভাবে স্ত্রী ও তার মেয়ের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে হবে-যেহেতু অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষ প্রদানের আদেশটি যোগ্যতার বাইরে ছিল, তাই আদেশ বাতিল করা হয়েছে - স্বামী বিচারিক আদালত অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষের জন্য স্ত্রীর দায়ের করা আবেদনটি নতুন করে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হল।

(9,12 নং অনুচ্ছেদ)

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর জন্য কল্লোল বসু, অপলক বসু, জ্যোতি প্রকাশ ব্যানার্জি, এস সরকার, ডি দাস; প্রতিবাদীর জন্য শিবাজি কুমার দাস, রূপসা শ্রীমানি।

1. **আদেশঃ**- 11ই জুলাই, 2022 তারিখে নদিয়ার কল্যাণীর 2য় আদালতের অতিরিক্ত প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক 2021 সালের বিবিধ মামলা 328 সম্পর্কিত একটি আদেশে আবেদনকারীকে আবেদনকারীর স্ত্রী/বিরোধী পক্ষকে প্রতি মাসে .30,000/- এবং আবেদনকারীর কন্যাকে তাদের খোরপোষ হিসাবে প্রতি মাসে 20,000/- দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এর বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়েছে।

2. আবেদনকারীর বক্তব্য, 2015 সালের 19শে এপ্রিল বিশেষ বিবাহ আইনের আওতায় তাঁর বিয়ে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। বিয়ের পর এই দম্পতি সুখী বৈবাহিক জীবনযাপন করতে ব্যর্থ হন।যাইহোক, তাদের বিবাহিত জীবনে 2016 সালের 4ঠা ফেব্রুয়ারি একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়।বিরোধী পক্ষ তার বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ এনে ছিল যা তাকে তার নাবালক মেয়ের সাথে তার শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল এবং সে তার সন্তানের সাথে তার পৈতৃক বাড়িতে বসবাস করছে।নিজেকে এবং তার নাবালিকাকে দেখাশোনা করার জন্য তার আয়ের কোনও উৎস নেই।

3. বিরোধী পক্ষের অভিযোগ, তাঁর স্বামী তাঁর পৈতৃক বাড়ি থেকে ২০ লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন।তিনি মাননীয় জেলা বিচারক আলিপুর, দক্ষিণ 24 পরগনার কাছে বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রি দিয়ে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য একটি মামলাও দায়ের করেছিলেন, যা ম্যাট স্যুট .1743 অফ 2021.বিরোধী পক্ষ/স্ত্রীর অভিযোগ, বর্তমান আবেদনকারী আইরিস সফ্টওয়্যার টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেডের একজন কর্মচারী এবং প্রতি মাসে তিন লক্ষ টাকা আয় করে। বিচারিক আদালত বিরোধী পক্ষ আবেদনকারী হিসাবে বাদী /স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের জন্য প্রতি মাসে 1.5 লক্ষ টাকা এবং তার নাবালক মেয়ের জন্য প্রতি মাসে 1 লক্ষ টাকা হারে খোরপোষ দাবি করেছে। 11ই জুলাই, 2022 তারিখের আদেশের মাধ্যমে কল্যাণীর অতিরিক্ত প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট একটি আদেশ জারি করে বর্তমান নির্দেশ দিয়েছেন। আবেদনকারীকে বিরোধী পক্ষ/স্ত্রীর পক্ষে প্রতি মাসে 30, 000/- এবং নাবালক কন্যার জন্য প্রতি মাসে 20, 000/- হারে অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষ প্রদান করতে হবে, যা প্রতি মাসে মোট 50, 000/- টাকা।উক্ত আদেশটি এই রিভিসনে চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে।

4. এই পর্যায়ে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, 2021 সালের 24শে জুলাই পর্ণশ্রী পুলিশ স্টেশনে বিরোধী পক্ষের দায়ের করা একটি লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধি 498A/406/506/34 ধারা এবং যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইনের 3 ও 4 ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

5. আবেদনকারী/স্বামী জানিয়েছেন যে তিনি বর্তমানে কানেক্টিং ডট কনসালটেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড-এ চিফ বিজনেস অফিসার হিসাবে কাজ করছেন এবং মাসিক বেতনের পরিমাণ 30, 000/- টাকা। আবেদনকারী আরও

বলেছেন যে আবেদনকারী বিচ্ছেদের তারিখ থেকে তার স্ত্রীকে প্রতি মাসে 8,000/- টাকা হারে খোরপোষ ভাতা দিতেন এবং তার মেয়ের স্কুলে ভর্তির জন্য 70, 000/- টাকা ব্যয়ও করেছেন। আবেদনকারী নিয়মিতভাবে তার স্ত্রী ও মেয়ের জন্য মেডিক্লেম প্রদান করতেন।

6. আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রী কল্লোল বসু বলেন যে, বিচারক আবেদনকারীর বর্তমান আয় বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এটা ঠিক যে আবেদনকারী ব্যাঙ্গালোরে কাজ করতেন। তিনি লাভজনক বেতন পেতেন। তবে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন এবং কানেক্টিং ডট কনসালটেন্সি প্রাইভেটের চিফ বিজনেস অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন এবং প্রতি মাসে 30, 000/- উপার্জন করেন। মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনকারীর দায়ের করা সম্পদ ও দায়বদ্ধতার হলফনামা বিবেচনা করতে ব্যর্থ হন। তিনি এটাও বিবেচনা করতে ব্যর্থ হন যে আবেদনকারী বেতন ভিত্তিক কাজের উপর নির্ভরশীল এবং সর্বোপরি তার মোট বেতনের ১/৩ অংশ কে খোরপোষের সর্বোচ্চ পরিমাণ হিসাবে প্রদান করা যেতে পারে। মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনকারীর এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে পারবেন কি না, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করতে ব্যর্থ হন।

7. অন্যদিকে, বিপরীত পক্ষের মাননীয় উকিল বলেন যে আবেদনকারী ব্যাঙ্গালোরের একটি নামী কোম্পানিতে কাজ করতেন এবং তিনি উক্ত কোম্পানিতে ব্যবস্থাপক ও ব্যবসায়িক বিশ্লেষক ছিলেন।তিনি 29শে সেপ্টেম্বর, 2021 থেকে আইরিস সফ্টওয়্যার টেকনোলজি প্রাইভেটের চাকরি ছেড়ে দেন। বিপরীত পক্ষের আইনজীবী আবেদনকারীর বেতন সম্পর্কে একটি গুরুতর সন্দেহ উত্থাপন করেছিলেন এই ভিত্তিতে যে একজন ব্যক্তি এমন একটি চাকরি গ্রহণ করবেন না যেখানে তার বেতন প্রায় 1.20 লক্ষ টাকা কম হবে।এটি বিরোধী পক্ষের উকিলের দ্বারাও জমা দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারী ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, কলিকাতা থেকে এমবিএ করেছেন।তিনি কল্যাণী সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে তাঁর বি টেক সম্পন্ন করেন।অতএব, তিনি একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি এবং তাঁর ভালো শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে। তিনি বর্তমানের চেয়ে ভালো চাকরি পেতে সক্ষম। এটি আর অবিচ্ছেদ্য বিষয় নয় যে একজন সক্ষম ব্যক্তি যার কোনও

উপায় বা আয়ের উৎস নেই তার স্ত্রীর ভরনপোষণ করতে বাধ্য। আবেদনকারীর যখন আরও ভাল চাকরি চালিয়ে যাওয়ার এবং উন্নত জীবনযাপনের জন্য আরও ভাল বেতন অর্জনের ক্ষমতা ও যোগ্যতা থাকে, তখন মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষের পরিমাণ নির্ধারণ করার সময় উন্নত জীবনযাপনের এই ক্ষমতাকে বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

8. সবপক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর এবং নথিভুক্ত সমস্ত বিষয়, বিশেষ করে 11ই জুলাই, 2022-এর বিতর্কিত আদেশ, সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনার পর এই আদালতের অভিমত হল যে, প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট কল্যাণী পক্ষগুলির সংশ্লিষ্ট মামলাগুলি বিবেচনা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন।শুনানির আগে মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট বিরোধী পক্ষের দায়ের করা সম্পদ ও দায়বদ্ধ তার হলফনামা বিবেচনা করেননি।এর বিপরীতে তিনি নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণটি করেছেনঃ_

"বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে পিটিশনে করা অভিযোগ এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তিতে করা পাল্টা অভিযোগ বিচার শেষ হওয়ার পরে নির্ধারণ করা হবে।

এই অবস্থায় , বিরোধী পক্ষ তার স্ত্রী এবং তার মেয়েকে অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে সমস্ত প্রয়োজনীয় পণ্য এবং প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করতে বাধ্য।

9. উপরের পর্যবেক্ষণটি অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষের কারণ হতে পারে না। রজনীশ বনাম নেহা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষ দেওয়ার আগে মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে সম্পদ ও দায়বদ্ধতার হলফনামা বিবেচনা করতে হবে। তাঁর উল্লেখ করা উচিত ছিল আবেদনকারী এবং তার মেয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তাঁর উল্লেখ করা উচিত ছিল কীভাবে তিনি বিপরীত পক্ষ এবং তার নাবালিকা কন্যার অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষের জন্য যথাক্রমে Rs.30, 000/- এবং Rs.20, 000/- নির্ধারণ করেছিলেন।

10. যেহেতু 11ই জুলাই, 2022 তারিখের বিচার্য আদেশটি কোনও সারবত্তা নেই, তাই উক্ত আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয়।

11. এই রিভিসন টি অনুমোদিত হল।

12. আদেশটি প্রেরণের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে উপরের পর্যবেক্ষণের আলোকে অন্তর্বর্তী খোরপোষ এরজন্য বিপরীত পক্ষের দায়ের করা আবেদনটি নিষ্পত্তি করার নিমিত্ত মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

13.এই রিভিসন টি এইভাবে নিষ্পত্তি করা হল।

পিটিশন অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.